HUMAN RIGHTS SUPPORT SOCIETY (HRSS)
D-3, # 3rd floor, Plot # 2, Nur-Jehan Tower, 2nd Link Road, Bangla Motor, Dhaka-1000,
Bangladesh. E-mail: hrssbd14@gmail.com, Web: www.hrssbd.org

Ref: hrss/2023/ka/15 *Reg. No: S-12473/2016*

তারিখঃ ০২.১১.২০২৩ ইং

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি অক্টোবর ২০২৩ এইচআরএসএস এর মাসিক মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন।

বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে। বিশেষ করে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার এবং ভোটাধিকারের প্রশ্নে দেশে নৈরাজ্য এবং সংঘাত দেখা দিয়েছে। অক্টোবর মাসে বিএনপির বিভিন্ন আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কিছু সদস্যের অতি উৎসাহী আচরণ মানবাধিকার লঙ্ঘনের পর্যায়ে পড়ে। বিরোধী দলীয় সভা-সমাবেশকে বানচাল করার লক্ষে সরকারী দল এবং আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর যৌথ প্রয়াস লক্ষ করা গেছে। সারা দেশে তল্লাশি, চেক পয়েন্ট বসিয়ে মোবাইল চেক করা, নামে বেনামে রাজনৈতিক মামলা এবং গণগ্রেফতারের মাধ্যমে বিরোধী মত দমনের একাধিক উদাহারণ তৈরি হয়েছে। এছাড়াও বিরোধী দলের আয়োজিত সমাবেশে গুলি এবং বল প্রয়োগের ফলে বিরোধী দলীয় কর্মী এবং আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে। বিশেষ করে অক্টোবরের শেষের দিকে মহাসমাবেশ, হরতাল এবং অবরোধকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সহিংসতায় দেশে ৮ জন মানুষ নিহত হয়েছেন। যার মধ্যে ১ জন আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, ১ জন সাংবাদিক, ১ জন বাস চালকের সহকারী, ১ জন আওয়ামী লীগের কর্মী এবং ৪ জন বিএনপির কর্মী রয়েছেন। এছাড়াও বিএনপির ২ জন সদস্য নিজ বাসায় হওয়া তল্লাশির সময়ে আতংকিত ও অসুস্থ হয়ে মারা যান এবং ১ জন পুলিশের থেকে পালাতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। এছাড়াও সমাবেশ, মহাসমাবেশ, হরতাল এবং অবরোধকে কেন্দ্র করে মাসের শেষ ৭ দিনে বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে কমপক্ষে ৭১টি মামলা এবং ২৩৩৫ জন গ্রেফতারের শিকার হয়েছেন। অবরোধ এবং হরতালকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের বাড়ীতে এবং দলীয় অফিসে হামলা, তল্লাশি এবং ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এর পাশাপাশি, গত মাসে সাংবাদিকদের উপরে হওয়া হামলা ও সাইবার নিরাপত্তা আইনের প্রয়োগ দেশের মতপ্রকাশের অধিকারের অবস্থা আরও শোচনীয় করে তুলেছে। অক্টোবরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাংবাদিক তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হামলা এবং মামলার শিকার হয়েছেন। এছড়াও সংখালঘুদের উপরে নির্যাতন দেশের নাজুক মানবাধিকার পরিস্থিতিকে আরও সংকটের দিকে ঠেলে দিয়েছে। পুজায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে কুমিল্লায় ১ জন সংসদ সদস্যের কটূক্তি এবং সেই কটূক্তির প্রতিবাদে করা মিছিলের উপরে হওয়া হামলা দেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে হুমকি তৈরি করেছে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতিতে সাধারণ জনগণের নাভিশ্বাস উঠেছে। এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখে গেছে নিম্ন আয়ের শ্রমিকদের উপর। বেতন ভাতা এবং অন্যান্য মৌলিক অধিকারের দাবীতে একাধিক আন্দোলনে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে শ্রমিক নিহত এবং অনেক সংখ্যক শ্রমিক আহত হয়েছেন। ২০২৩ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশে সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি উদ্বেগজনক ছিল। রাজনৈতিক গ্রেপ্তার, নির্যাতন ও দুর্ব্যবহার, মতপ্রকাশ ও সমাবেশের স্বাধীনতায় বিধিনিষেধ এবং সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, সাংবাদিকদের হামলা ও গ্রেপ্তার, বিএসএফ কর্তৃক নিরীহ বাংলাদেশিদের হত্যা ও নির্যাতন নারীর প্রতি সহিংসতা এবং প্রকাশ্যে গণপিটুনিতে মৃত্যু অব্যাহত রয়েছে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি সত্ত্বেও বাংলাদেশে নিয়মিতভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ এবং এইচআরএসএস এর তথ্য অনুসন্ধানী ইউনিট ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের তথ্যের ভিত্তিতে ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসের মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

HUMAN RIGHTS SUPPORT SOCIETY (HRSS)

D-3, # 3rd floor, Plot # 2, Nur-Jehan Tower, 2nd Link Road, Bangla Motor, Dhaka-1000, Bangladesh. E-mail: hrssbd14@gmail.com, Web: www.hrssbd.org

অক্টোবর মাসে ৭৪ টি "রাজনৈতিক সহিংসতার" ঘটনায় নিহত হয়েছেন ১৫ জন, আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৭৭৮ জন। যার অধিকাংশই ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের অন্তর্কোন্দল; বিএনপির সমাবেশ ও মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে এবং আওয়ামীলীগের পাল্টা শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ কেন্দ্রিক সংঘর্ষে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে । তাছাড়া আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির দ্বারা কমপক্ষে ২৭৮৬ জন রাজনৈতিক গ্রেফতারের শিকার হয়, তন্মধ্যে বিএনপি-জামায়াতের ২৭৫০ জন। এ মাসে, বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কর্মসুচিকে কেন্দ্র করে কমপক্ষে ৯৮ টি মামলায় ২৫৯৬ জনের নাম উল্লেখ করে এবং আরো ২৬৮২ জনকে অজ্ঞাত আসামী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাজতে দুজনের মৃত্যু হয়েছে এবং কারা হেফাজতে ০৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সরকার দলীয় নেতাকর্মীদের দ্বারা বিরোধীদলীয় কমপক্ষে ৮৩ টি সভা-সমাবেশ আয়োজনে বাধা প্রদানের ঘটনা ঘটেছে। এসময় তাদের সাথে সংঘর্ষে কমপক্ষে ৫৫৮ জন আহত এবং সমাবেশ কেন্দ্রিক ২৩৩১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এ মাসে ১৯ টি হামলার ঘটনায় ৫৭ জন সাংবাদিক হত্যা, নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয়েছেন; যেখানে সিনিয়র সাংবাদিক রফিক ভূঁইয়া নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন অন্ততপক্ষে ৪৭ জন, লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে ০৩ জন, হুমকির শিকার হয়েছে ০৩ জন ও গ্রেফতার ০২ জন। একই সময়ে আশঙ্কাজনকভাবে, সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩ এর অধীনে দায়ের করা ৩টি মামলায় গ্রেফতার হয়েছেন ১ জন ও অভিযুক্ত হয়েছেন ৪ জন। এটি উদ্বেগজনক যে, এ মাসে "গণপিটুনির" ১১ টি ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৭ জন এবং আহত হয়েছেন ০৯ জন।

অক্টোবর মাসে ১৯৮ জন নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৭১ জন, যাদের মধ্যে আশঙ্কাজনকভাবে ৩৯ জন (৫৫%) ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু। এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে, ১২ জন নারী ও কন্যা শিশু গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ০৩ জনকে। ৬৮ জন নারী ও কন্যা শিশু যৌন নিপীড়ণের শিকার হয়েছেন তন্মধ্যে শিশু ৪৬ জন। যৌতুকের জন্য নির্যাতনের ঘটনায় নিহত হয়েছেন ০৯ জন নারী এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ০৩ জন। পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়ে নিহত হয়েছেন ৩২ জন, আহত হয়েছেন ০৫ জন এবং আত্মহত্যা করেছেন ১০ জন নারী। অন্যদিকে, এটি উদ্বেগজনক যে, ১৬৭ জন শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছেন যাদের মধ্যে ৩৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং ১২৮ জন শিশু শারীরিক ও মানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

অনতিবিলম্বে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনগনের মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করতে না পারলে দেশের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি আরো অবনতির দিকে যাবে। তাই "হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির" পক্ষ থেকে সরকারকে মানবাধিকার রক্ষায় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে এবং দেশের সকল সচেতন নাগরিক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও দেশি-বিদেশী মানবাধিকার সংগঠন গুলোকে আরো সোচ্চার হওয়ার আহবান জানাচ্ছে।

ধন্যবাদসহ

ইজাজুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক
হিউম্যান রাইট্স সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)
ইমেইল: hrssbd14@gmail.com